(কল্পনার রাজ্যে পৃথিবী কাব্য ময়)

সারা পৃথিবীতে একটা সময় তোলপাড় কান্ড। এক অজানা মহামারী লেগেছে। সব মানুষ তাদের লুপ্তপ্রায় লেজ গুটিয়ে ঘরে সিঁধিয়েছে। পশু পাখিদের কলধ্বনি , গর্জন সব শোনা যাচ্ছে মহা সড়কে। যেন এ এক মহা মিলনের যাত্রা।শোনা গেছে দুই হাত পা এ সবল মানুষ আজকাল ভয়ে ভয়ে চলছে। তাই একসময় মনে মনে হামাগুড়ি দিতো কিন্তু আজ ভীতি তার মেরুদন্ড কে নরম লাঠির মতো বেঁকিয়ে দিয়েছে ,তারা ছেলেবেলার হামাগুড়িতে ফিরেছে। এই তো সেদিন খাদ্যের সন্ধানে বাগরি , সোম , নস্কর বাবু বেরিয়েছিলেন। ঘরে টাকা পয়সা শেষ , আনাজপাতি শেষ। ছেলেটা কে বলে গেলেন নস্কর বাবু সারাদিন হামাগুড়ি দিচ্ছিস ঘরে , কাল দেখেছিলাম পশ্চিমের জানালায় সারি সারি পিঁপড়ে লাইন দিয়ে যাচ্ছে। ওগুলোকে রসে ডোবানো কাঠি তে তুলতে বললাম। করেছিস ব্যাটা ! খালি খাই খাই। অন্তত কাল সাদা জল ভাতে ওদের টক ঝাল বানাতো তোর মা। তাহলে আজ আর বেরোতে হতোনা বাইরে। কপালে যে কি লেখা আছে।

পেটে পিঠে কয়েক মণ চর্বি লাগানো নস্কর বাবুর গিন্নি এলেন দৌড়ে , না তিনি কর্তী তাই হামাগুড়ি এখনো দেন না ।এই আকালেও এতদিনের যত্নে জমানো চর্বি গলেনি বেশি , তাই বাইরে তার বিপদ অনেক। ঘাস খেকো প্রাণী ছাড়াও মাংসখেকো রাও তো ঘুরছে। বললেন - কি কথার ছিড়ি তোমার ! হামাগুড়ি কি স্বাদে দিচ্ছে। জন্মের পর থেকেই তো এই দুর্যোগ। বাছা আমার বাইরের উঠোনেও খেলতে পারলোনা কোনোদিন। কত শখ ছিল কোমরের টুংটাং নজর বাঁচাও ঘন্টি পরে ছেলে আমার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা করবে। হলো কই ! রোদ না পেয়ে ছেলেটার চামড়ায় ছ্যাতলা পড়ে গেলো , দেখেছো কখনো হাত দিয়ে ধরে। একদিন ঘরের ছাদে নিলাম। সেই আমগাছের কাকের দল ঠোঁটের ডগায় পাথর এনে বাছার মাথায় দুমদাম ফেললো। কি সাহস। আগে ঠোকরাতো এখন ব্যাটারা মানুষের বাচ্চা হলো। নস্কর বাবু গলায় খুঁকুর দিয়ে বললো , তা ছেলেবেলায় বাসা দেখেও বাবা ওই আমি গাছের ডাল ভেঙেছিল। মা না করা সত্ত্বেও তাই তার শোধ নিচ্ছে। গিন্নি বললো মরণ ! পশু পাখিদের ওতো মনে থাকেনা। ওর চোদ্দ পুরুষ আগে কে কি করেছে , মানুষ পাপ করে দিব্যি বয়েস কাটিয়ে পরপারে চলে যায় ড্যাং ড্যাং করে। আর কবে তোমার বাবা কি করেছিল তার জন্য নাকি শোধ তুলছে তেনারা। নস্কর ফিচেল হাসি দিয়ে বললো তাহলে হয়তো তুমি সেবার খাবার উচ্ছিষ্ট রেখেছিলে।ওই কেলো কাক খেতে এলো তুমি সেই বুঝে ওই আম গাছে বাঁশের খোঁচায় ওর বাসা ফেললে কাকের ডিম্ কোকিলের ডিম্ মিলেমিশে খানখান -এ হয়তো তার শোধ।

গিন্নি গেলেন বেজায় চোটে। হয়েছে হয়েছে ,এবার দুগ্গা দুগ্গা করে বেরিয়ে দেখো বাজার বলে তো কিছু নেই, তবু যদি ভাগাড়ে কিছু মেলে। ছেলেটার শরীরে তো জোর লাগবে ,হামাগুড়ি দেওয়া অত সহজ নয়। 'নস্কর বাবু ও নস্কর দা '... ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক আসলো বাইরে থেকে ,বাগৰি আর সোম বাবুর গলা। কি চেহারা হয়েছে দুজনের। বাড়িতে ঘরবন্দী দাম্পত্য কলহ , আর অনাহারে সবার চেহারা এক রকম। হাতে গ্লাভস , মুখ ঢাকা শীর্ণকায় হামাগুড়ি দেওয়া কিম্ভুত জীব। এইভাবে যদিও রাস্তায় বেরোলে বন্য প্রাণী গুলি একটু শুঁকে চলে যায়। ঠি তখন মরার মত পড়ে থাকার আর্ট টা নস্কর ভালো রপ্ত করেছে ,তাই সবাই মাসে একবার বেরোলেই ওনাকেই ডাকেন। মানে হলো গিয়ে 'দল নেতা ' তবে এই মহামারীতে আলাদা গোষ্ঠী দ্বন্ধ বন্ধ হয়েছে। উঁচু নিচুজাত , নারী -পুরুষ জাত , হিন্দু মুসলিম খ্রীষ্ট আরো যারা আছেন এখনো অবশিষ্ট সকলে ভাই -বন্ধু। জঙ্গল কা কানুন যখন এদের সবার উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তখন আর উপায় কি।

পাড়ার মস্তান এখন লালু ভুলোর দল , পুরো লোক্যালিটি ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করেছে। আগে লালুর মা কে 'আ তু তু ' বলে ডেকে একবার সোম বাবুর পিসী গায়ে গরম জল ঢেলেছিলো , ঠি সে সময় সামনের গেট আটকে দাঁড়িয়েছিলেন ছোট্ট সোম। তার মা লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়েছিলো লালুর মায়ের

দগদগে ক্ষত তে। আজ লালুর দিন। সব মনে আছে তার , ছোট্ট লালু পরে দুপুর বেলা রাস্তা ফাঁকা হলে চুপিচুপি মায়ের ধুঁকপুকে কাতর শরীরের কাছে এসেছিলো ,চেটেছিলো। কিন্তু তার নরম জিব জ্বলে যাচ্ছিলো তখন ধূলো চাটছিল সে। মা রাত্রিবেলা মরেছিল। অনেক বৃষ্টি হলো সে রাতে , ঠান্ডা জলের ধারা মায়ের জ্বালা একটু জুড়িয়েছিলো। আজ লালু এ পাড়ার মস্তান। দূরে সে দাঁড়িয়ে দেখে সোম বাবু ভালো করে মুখ টা ঢেকে নিলেন যাতে সে তাকে চিনতে না পারে। ওদিকে ভুলুর পাঁচ ভাই বোন কে বাগৰি দের বাড়ির ছেলেরা বস্তায় বেঁধে পিটিয়ে মেরেছিলো। গত মাসে এক মহামারীর দিনেই বাগড়ির ছেলে , ভাই পো ঘরে হাঁসফাঁস করছে এই অজুহাতে বারণ সত্ত্বেও হাওয়া খেতে চরতে বের হয়। ভুলু একটার পায়ের মাংস খুবলে নেয়। আর বড়ো রাস্তার মোড়ে সার্কাস থেকে পালানো ভাল্লুকের দল নখ দিয়ে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বের করেছিল। বল ঠিমতো লুফে খেলা দেখিয়ে মানুষকে মজা দিতে পারেনি সেই ভালুকের বাবা , তাই মালিক একদিন মাথা গরম করে ওর পায়ের নখ উপরে দিয়েছিলো। সে দৃশ্য ছোট ভাল্লুক শিশু দেখেছিলো , মনে রেখেছিলো। তাই মানুষের হৃৎপিণ্ড খুবলে নিয়ে আজ সে তার বাচ্চাদের সাথে অবাধে রাস্তায় খেলে।

নস্কর -বাগৰি- সোম বাবুর হাঁটু ছুঁলে রক্ত চুঁয়ে পড়ছে। রাতের অন্ধকারের আগেই ফিরতে হবে মুখে করে কিছু খাবারের সরঞ্জাম নিয়ে। রাস্তায় দেখা হলো লুপ্তপ্রায় ছোট্ট লেজ নাড়ানো মুখার্জী বাবুর ছোট ছেলের ঘরের নল্টুর দিকে। ' কি রে বাইরে কেন তুই ' নল্টু কেন এই সাত বছরে যত শিশু জন্মাচ্ছে সবার একটি ছোট লেজ আছে আর গায়ের চামড়া তে কুমিরের মতো স্কেল খাঁড়া খাঁড়া। প্রোটিন ক্যালসিয়ামের অভাব শরীরে। তা সে যাই হোক , নল্টু র হাতে একটা মরা টিটি কি ' সে কি রে --- ওটা কি করবি ' নস্কর বললো। নল্টু বললো -'হাতির বাচ্চা গুলো বাড়ির সব কলা খেয়ে গেছে। আজ তো ফল ও নেই বাড়িতে , মা বলেছে চরে খাঁ '. ইশ ! তাই বলে বামুনের ছেলে হয় টিটি কি নল্টু বললো , পাশের গাছের কলাতে টিটি কি বিষ মেশাবো। বাবা তো গবেষণা করছে 'বলেছে মরা টিটিকি আনতে, সেগুলো সেদ্ধ করে রস বের করে কলার কাঁদি তে ইঞ্জেক্ট করবে। সেই কলা খেয়ে হাতির বংশ ঝাড়েমুলে শেষ হবে , এই বলে নাটকীয় ভাবে নল্টু হা হা করে হাসলো।

হমমম তোর বাপ্ ঠাকুরদার পাপ কম নেই রে ছোকরা। বামুন ব্যাটার দল পুজো করে গরু নিতো , বাছুর হলে দুধের গামলা ধরতো তার অবলা মায়ের কাছে আর বাছুর গুলো কে কচি পাঠার মতো মাংসের দোকানে দিয়ে আসতো। এই কথা শুনে মুখুজ্যে গিন্নি বেরিয়ে এলো ' যত বড়ো মুখ না তত বড়ো কথা ছেলেটার কানে বিষ ঢালছো তোমরা। আমি হলাম ইংরেজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট , আমার কর্তা হলেন গবেষক , শ্বশুরমশাই ছিলেন ডাকাবুক উকিল, বুঝেছেন। এই সব ছেঁদো কাজ তারা কেন করবেন। ওই সব তোমাদের মতো কেরানি ক্লাস করে। সোম বাবু তখন মুখে করে দাঁতে আটকানো খাবার মাটি তে রেখে এগিয়ে এলেন ' খবরদার! কেরানি ক্লাস আবার কি ? এই মহামারী আর জঙ্গল রাজে সব ক্লাস সমান। লজ্জা করেনা যখন এই কেরানির বৌ এর কাছে মুখ ঢেকে জানতে যাও ' বলছিলাম কি মিসেস সোম , কলার পাতা দিয়ে চচ্চড়ি টা আপনি ঠিকি ভাবে বানান, আর ভাজা পিঁপড়ে গুলো কি চচ্চড়ি নামানোর আগে দেন ?' আর ঐ প্রান্তে কথা নেই। মুখার্জী গিন্নি নল্টুর হাত ধরে ঘরের দিকে ছুটলো।

ঘরবন্দী মহামারীর দিন কেটে যাচ্ছে এইভাবেই , আজকাল আর বছরের হিসেবে থাকেনা। মানুষের দ্রুত বিবর্তন ঘটছে , অবশ্যি সেটা নিম্নগামী। না হলে এই বিপর্যয়ের দিনেও অবলাকে মারতে ক্ষতি করতে চেষ্টা চালায়। অবশেষে কিনা বিস্ফোরক স্টাফড আনারস ! ওরা কিন্তু ভোলেনা। হয়তো মা আর ভাইয়ের মৃত্যুটা সে দেখে রাখলো। হে মানব সরীসৃপ হলে এবার নখ শাণিয়ে গর্ত করো , তোমার ঠিকানা পাতাল নগরী স্টাফড উইথ লাভা। তারা উপরে আসার আগে তুমি পাতালবাসী হও । তোমার শরীর গলিয়ে সোনার ফসল ফলুক মাটির উপরে। ফুল ফলে ভরে যাক শহর জঙ্গল। ওদের দিন কাটুক অবাধে নিশ্চিন্তে। মানুষ তুমি লুপ্ত হয় ©dipshikhadey